পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় এক দশকের অর্জন

"নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ"

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় এক দশকের অর্জন

"নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ"

সূচিপত্র

ক্রমিক নং.	বিবরন	পৃষ্ঠা
০১	প্রারম্ভিকা	০৫
০২	আইন, বিধি ও পলিসির সংশোধন, পরিমার্জন ও প্রবর্তন এবং আই এল কনভেনশন অনুস্বাক্ষর (২০১৩-২০২৩)	০৫
০৩	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল, ২০১৯	০৮
০৪	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার পরিবর্তন: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (২০১৩-২০২৩)	০৯
০৫	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১২
০৬	কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে গৃহীত ডিজিটাইজেশন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ	১৫
০৭	কারখানার সংস্কার কার্যক্রম (২০১৩-২০২৩)	১৬
০৮	কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ (২০১৩-২০২৩)	১৮
০৯	কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তায় বিশেষ কার্যক্রম	১৯
১০	কোভিড-১৯ অতিমারীতে গৃহিত কার্যক্রমসমূহ	২১

১. প্রারম্ভিকা:

শিল্প বিপ্লবের পূর্বে (১৭৬০-১৮০০) মানুষ সাধারণত কৃষিকাজ এবং বাড়ীতে কোন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করত। বিভিন্ন উন্নত যন্ত্র ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের ফলে বৃটেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি দ্রুত বৃহৎ উৎপাদন ও কলকারখানা নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। নতুন নতুন কলকারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ দলবেঁধে শহরমুখি হয়ে পড়ল।

যেহেতু বিপুল পরিমান মানুষ কাজের জন্য উন্মুখ ছিল ফলে এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে ওঠল যেখানে সস্তা শ্রম নিশ্চিত করণে কম বেতন প্রদান, শিশুশ্রম নিয়োগ, কলকারখানার হ্যাজারডাস অবস্থা সৃষ্টি, অধিক কর্মঘন্টা পালন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হল।বাংলাদেশও ধীরে ধীরে কৃষিপ্রধান দেশের স্ট্যাটাস হতে শিল্প প্রধান দেশের স্ট্যাটাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে শিল্প হ্যাজার্ড, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সর্বোপরি শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নতুন গুরুত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিগত সময়গুলোতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা, তাজরিন ফ্যাশনে অগ্নিকান্ডের মত ঘটনা দেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবশ্যিক ও তাগিদের ইস্যু হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। তৎপ্রক্ষিতে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, মালিক সংগঠন, ট্রেড ইনিয়ন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, জি আই জেড, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটে। ২০১৩ সাল হতে বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, পলিসি, সরকারি সংস্থার যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমনি মালিক, শ্রমিক ও ক্রেতা সংগঠন/দেশের প্রচেষ্টাসমূহ প্রশংসা কুড়িয়েছে। সর্বোপরি শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিকল্পে আন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জার্মান সরকারের জি আই জেড ও ডেনমার্ক সরকার সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দেশে কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সাথে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর যেমন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়, বিভিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণকারি সংস্থা, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিপসম এর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম থাকলেও পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধারণা মোতাবেক কর্মকান্ড পরিচালনা করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

২. আইন, বিধি ও পলিসির সংশোধন, পরিমার্জন ও প্রবর্তন এবং আই এল কনভেনশন অনুস্বাক্ষর: (২০১৩-২০২৩)

২.১ আইন:

২.১.১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মূলত পূর্ববর্তি প্রায় ২৫টি আইন, বিধি, পলিসির সমন্বয়ে তৈরি। এ একটি আইনের মধ্যে একদিতে যেমন বর্ণিত হয়েছে শ্রমিকের সাধারণ অধিকার অন্যদিকে বর্ণিত হয়েছে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থ্যা যেমন নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, শিশু শ্রমিক নিয়োগে বাধা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, পেশাগত দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণ ও সেইফটি কমিটি, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, কর্মঘন্টা ও ছুটি, মজুরি ও মজুরি পরিশোধ, সামাজিক নিরাপত্তা (গ্রুপ বীমা, কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ ওভবিষ্য তহবিল) ,কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন (জেন্ডার ভিত্তিক, প্রতিবন্ধি শ্রমিক প্রভৃতি), কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা নিরসন এবং বিবিধ (লাইসেন্স গ্রহণ, রিটার্ন দাখিল প্রভৃতি)।

২০১৩ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন. ২০০৬ এর উল্লেখযোগ্য সংশোধন হয় যার মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারা সংশোধিত/সন্নিবেশিত হয়েছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো:

ধারা-৪০ (বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে অথবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কিশোর নিয়োগ), ধারা -৫৯ (শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ), ধারা-৬১ (ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা), ধারা-৬২ (অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতা), ধারা-৭২ (মেঝে, সিঁড়ি এবং যাতায়াতের পথ), ধারা ৭৮ক (ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা) ধারা-৮০ (দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান), ধারা-৮২ (কতিপয় ব্যাধি সম্পর্কে নোটিশ), ধারা-৮৯ (প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম), ধারা-৯০ (সেইফটি রেকর্ড বুক সংরক্ষন, ধারা- ৯০ক (সেইফটি কমিটি গঠন), ধারা-৯৪ক (প্রতিবন্ধী শ্রমিকের আবাসন সুবিধা), ধারা-৯৯ (বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ), ধারা-১৫১ (ক্ষতিপূরণের পরিমান), ধারা-১৫৫ (ক্ষতিপূরণ বন্টন), ধারা-১৬০ (চিকিৎসা পরীক্ষা), ধারা-১৬১ (চুক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ), ধারা ৩২৩ (জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠন) ২০১৮ সালেও বাংলাদেশ শ্রম আইন. ২০০৬ এ উল্লেখযোগ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারা সংশোধিত/সন্নিবেশিত হয়েছে যথা: ধারা-৪৭ (প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ সংক্রান্ত), ধারা-৯৩ (খাবার কক্ষ ইত্যাদি), ধারা-৯৯ (বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ), ধারা-১৫১ (ক্ষতিপূরণের পরিমান) ইত্যাদি।

২.১.২ ইপিজেড (এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন) এলাকায় বিদ্যমান শিল্প কলকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সাধারণ অধিকার, দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের জখমের ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে অধিকার নিশ্চিকরণে ২০১৯ সালে ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ১৬৮ এর বিধান অনুসারে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণের ইপিজেড এলাকায় পরিদর্শনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

২.২ বিধি:

২.২.১ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা-৩৫১ এর ক্ষমতাবলে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। শ্রমবিধিমালায় ৩৬৭ টি বিধি, ৭ টি তফসিল এবং ৮১টি ফরম রয়েছে। শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিধির উল্লেখযোগ্য বিধি হলো: কিশোর শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত (বিধি ৩৪ হতে ৩৬), প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত (বিধি ৩৭ হতে ৩৯), স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা (বিধি ৪০ হতে ৫২), নিরাপত্তা (বিধি ৫৩ হতে ৬৭), স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান (বিধি ৬৮ হতে ৭৫) , কল্যাণমূলক ব্যবস্থা (বিধি ৭৬ হতে ৯৮) এবং দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধি (বিধি ১৩৪ হতে ১৬৬)।

এছাড়াও বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালায় পেশাগত স্বাস্ত্র ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ তফসিল রয়েছে: যথা:

ক্রঃ নঃ	তফসিল	বিষয়
১	১	সূতা ও বয়ন কারখানায় বায়ূ চলাচল ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
২	২	শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের সংখ্যা, অবস্থান ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
৩	৩	জাহাজে এবং নদী ও সমুদ্র বন্দরের শ্রমিকদের নিরাপত্তা
৪	৪	সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত

২.২.২ ২০২২ সালে বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর উল্লেখযোগ্য সংশোধন করা হয়। এ সংশোধনে উল্লেখযোগ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি সংশোধিত/সন্নিবেশিত হয়েছে যথা: বিধি ৭৫ (রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক), বিধি ৮১ (সেইফটি অফিসার সংক্রান্ত), বিধি ৩৬১ক (যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটি গঠন সংক্রান্ত) ২.২.৩ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২০৩ এর ক্ষমতাবলে ২০২২ সালে ইপিজেড শ্রম বিধিমালা, ২০২২ প্রবর্তন করা হয়। উক্ত বিধিমালার বিধি-২৯০ এ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

২.৩ পলিসি বা নীতিমালা:

২.৩.১ দেশের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতভূক্ত সকল শিল্প, কলকারখানা, নির্মাণক্ষেত্র, প্রতিষ্ঠান ও খামারসহ সকল কর্মস্থলের জন্য সরকার ২০১৩ সালে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করে। নীতিমালার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির কর্ম পরিবেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন যাতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু, জখম হওয়া বা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায় এবং সেসঙ্গে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও বৈশ্বিক দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়।

সেলক্ষ্যে নীতিমালায় একদিকে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা তেমনি অন্যদিকে সরকার, মালিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক-কর্মচারীর ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করা, সংশ্লিষ্টদের সচেতন করা, ঝুঁকির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা, প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন, জাতীয় মান নির্ধারণ এবং নীতিমালাটি বাস্তবায়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ রয়েছে।

২.৩.২ ২০১৫ সালে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ সরকার প্রণয়ন করে যা সমগ্রদেশের ব্যাক্তিমালিকানাধীন গৃহ, মেস ডরমিটরি প্রভৃতি যে সব কর্মস্থলে গৃহকর্মীগণ পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকে এবং বিশেষভাবে গৃহকর্মী, নিয়োগকারী ও তার পরিবারের সদস্য, সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নীতির লক্ষ্য হলো গৃহকর্মে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য গৃহকর্মকে শ্রম হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদান, গৃহকর্মীদের জন্য শোভন কাজ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্রাম-বিনোদন-ছুটিসহ নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার্থে তাদের স্থায়ী ঠিকানা ও কর্মস্থলের তথ্য হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ মোতাবেক নীতিটি বাস্তবায়নের সমন্বয়ক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। নীতিতে গৃহকর্মী সুরক্ষা এবং কল্যাণ কার্যক্রম নিয়োগ, মজুরি নির্ধারণ, কর্মঘন্টা, ছুটি, বিশ্রাম, বিনোদন, প্রসূতিকালীন সুবিধা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রভৃতি নিয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও অভিযোগ প্রদান, অভিযোগ সেল গঠন, সরকার, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীর দায়িত্বও বর্ণনা করা হয়েছে। প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ রয়েছে।

২.৪. কোডঃ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, ২০০৬ এর উল্লেখযোগ্য সংশোধন আসে ২০২০ সালে। বিল্ডিং কোডে একটি বিল্ডিং নির্মাণের ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে যা অনুসরণ করতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিল্ডিং প্ল্যান এবং নির্মাণের অনুমতি পেতে অবশ্যই এই কোডগুলি অনুসরণ করতে হবে। বিল্ডিং কোডের মূল উদ্দেশ্য হল ভবন নির্মাণ এবং নকশায় যথাযথ মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এর বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) বাংলাদেশে ভবন নির্মানের প্রতিটি বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ নির্দেশিকা প্রদান করে যেমন বিল্ডিংয়ের অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক্স সার্ভিস, বিল্ডিং এর কাঠামো ও লোড, ভিত্তি, বিল্ডিং নির্মানকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রভৃতি।

২.৫ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকাঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩৯ ক্ষমতাবলে ২০১৩ সালে ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণকাজের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ২০২২ সালে আরও ০৫টি কাজকে (1. Child Labour in dry-fish sector 2. Street based Work of children 3. Stone Collection, carrying and crushing 4. Child Labour in Informal/Local Tailoring and Clothing sectors 5. Children working in garbage picking and waste disposal) অন্তর্ভুক্ত করে ৪৩টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের হালনাগাদ তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য শিশু, কিশোর, মহিলা ও প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কাজে নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২.৬ আই.এল. ও কনভেনশন অনুস্বাক্ষরঃ

২০১৩ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ তিনটি আই এল ও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করে যার মধ্যে একটি ফান্ডামেন্টাল (C-138) ২টি টেকনিক্যাল (C-185 ও MLC, 2006)। যদিও কনভেনশনসমূহ সরাসরি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত নয় তথাপি ওঝঐ এর বিস্তৃত ধারণার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান কনভেনশনসমূহে বিদ্যমান।

ক্রমিক	কনভেনশনের নাম	অনুস্বাক্ষরের সাল
০১	০২	০৩
০১	Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185)	২০১৪
০২	Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)	২০১৪
০৩	Minimum Age Convention, 1973 (No.138)	২০২২

৩. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল, ২০১৯ঃ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক দেশের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে সরকার একটি জাতীয় প্রোফাইল প্রকাশ করে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক দেশে বিদ্যমান আইন, বিধি, পলিসি এবং উক্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা প্রোফাইলটিকে সমৃদ্ধ

করেছে। ২০২২ সালে প্রোফাইলটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। উক্ত জাতীয় প্রোফাইলে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩, জাতয়ি শ্রমনীতিমালা, ২০১০, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, ২০০৬, শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড শিপ রিসাইক্লিং বিধি, ২০১১ এর আলোকে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, পেশাগত ব্যাধি, ফায়ার সেইফটি, ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি, পেশাগত দুর্ঘটনার প্রতিরোধ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কারখানা/প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা, রেকর্ড সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে।

এছাড়াও প্রোফাইলটিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে যেসকল সংস্থা/কমিটি কাজ করে তাদের দায়িত্ব/কর্তব্য, কর্মকান্ড, আইনগত ভিত্তি প্রভুতি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। যেমন: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আদালত, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণভূর্ত অধিদপ্তর, জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা, জিআইজেড, অ্যাকোর্ড, অ্যালায়েন্স প্রভৃতি সংস্থার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক কর্মকান্ড, অবদান এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রোফাইলে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান প্রোফাইলটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার পরিবর্তন: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (২০১৩-২০২৩)

৪.১ সাংগাঠনিক কাঠামো ও জনবলের উন্নয়ন:

১৯৭০ সালের অনুমোদিত ২০৪ জনবলের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ২০১৩ সালে দাঁড়ায় ৩১৪। এ সময় পরিদপ্তরটির ১ টি প্রধান কার্যালয়, ০৪ টি বিভাগীয় কার্যালয়, ০৪ টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ২২ টি শাখা কার্যালয় ছিল। উল্লেখ্য ১৭ টি শাখা কার্যালয়ে অনুমোদিত জনবল সাধারণত ১ জন এবং ০৫ টি শাখা কার্যালয়ে অনুমোদিত জনবল ২। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৫৭৪ টি পদ অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে সৃষ্টিসহ কলকারকানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয় এবং সাংগাঠনিক কাঠামো পরিবর্তন করে ৬৪ জেলায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১টি প্রধান কার্যালয় ও ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় সৃজন করা হয়। সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০৮ টি নতুন উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় সৃজনসহ অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে ২৬৮টি পদ সৃজন করা হয়।

বছর	অনুমোদিত পরিদর্শক পদের সংখ্যা	কর্মরত পরিদর্শক সংখ্যা
২০১৩	১৮৩ জন	৯২ জন
২০২৩	৭১১ জন	৪০১ জন

অর্থাৎ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে পরিদর্শকের পদবৃদ্ধি ২৮৮%

৪.২ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন:

বাংলাদেশের শ্রমিকগণ সাধারণত শিক্ষা ও জ্ঞানে অনগ্রসর। কাজেই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারদের ভুমিকা সমন্বয় পূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক এবং তদারকি ভূমিকা পালন করা সরকারের দায়িত্ব। কেননা নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭, ১৪ এবং ২০ এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭, ১৬১, প্রোটোকল ১৫৫ এবং সুপারিশমালা ১৬৪ ও ১৯৭ এ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষানিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এসডিজি ইন্ডিকেটর ৮.৮.১ মোতাবেক পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হওয়ার ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার এত গুরত্ব থাকা সত্বেও বাংলাদেশে এ বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষনের জন্য বিশেষায়িত ইন্সটিটিউট বা একাডেমী ছিল না। যেহেতু এ দেশে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের আইনানুগ অধিকার, পেশাগত সেইফটি ও নিরাপত্তা নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কাজ করে তাই অত্র অধিদপ্তরের অধীন একটা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইন্সটিটিউট (OSH ইন্সটিটিউট) প্রতিষ্ঠা করার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ১৬৫২৮.৩৩ টাকার প্রাক্কলন ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প।

রাজশাহীতে স্থাপিতব্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)-এর অবকাঠামোগত নির্মান কাজ শেষ পর্যায়ে। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)-এর রাজস্ব খাতে ১৩ জনবল সৃজনের অনুমোদন জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। উক্ত ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রকল্পের অর্থায়নে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয়ের উপর এবং বিভিন্ন মেয়াদী ৪২টি কোর্সের কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটির অর্থায়নে সারা দেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ৩৬টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রমিক ও মালিকপক্ষের ১০৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে। অধিকন্তু প্রকল্পটির মাধ্যমে শ্রীলংকা ও সিঙ্গাপুরে OSH institute এ দুটি এক্সপোজার ভিজিটের আয়োজন করা হয়েছে।

স্থাপিত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI) এ অনুষ্ঠিতব্য কার্যক্রমসমূহ:

ক. গবেষণা:

১. পরিদর্শন দপ্তরের জন্য যুগোপযোগী পরিদর্শন স্ট্যান্ডার্ড, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রদান;

২. বিভিন্ন দুর্ঘটনার উপড় গবেষনা ও তা রোধে সুপারিশ প্রণয়ন;

৩. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্টিং এর উপড় গবেষণা;

৪. পেশাগত রোগ সংক্রান্ত গবেষণা;

৫. OSH সংক্রান্ত আইন ও পলিসি তৈরীতে সহায়তা প্রদান;

খ. প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের শ্রম আইন, পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ের উপড় বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

১. সার্টিফিকেট কোর্স:

মূলত বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য আগ্রহীদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করবে।

- পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স;
- পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স;
- বিভিন্ন মেয়াদী পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স;
- দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সার্টিফিকেট কোর্স;

২. ডিপ্লোমা ও মাস্টার্স কোর্স

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ১ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা হবে।

৩. কনসালটেন্সি সার্ভিস:

OSH ইন্সটিটিউটে অন পেমেন্টে বিভিন্ন আগ্রহী ব্যক্তি, গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত সেবা সমূহ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

- রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা);
- অ্যাকসিডেন্ট প্রতিরোধ ও রিপোর্টিং;
- পরিবেশগত অ্যাসেসমেন্ট;

- পরিবেমগত প্রভাব (EI) অ্যাসেসমেন্ট;
- পিপিই ব্যবস্থাপনা;
- শিল্প বর্জ্য/ বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা;
- কর্মক্ষেত্রের বাতাস মনিটরিং;
- রাসায়নিক এক্সপোজার ও সুপারিশ;
- সম্পূর্ণ OSH সলিউশন;

৪.৩ জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল:

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৩ মোতাবেক জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। একই ধারার উপধারা ৫ ও ৬ মোতাবেক: কাউন্সিল:

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সেইফটি নিশ্চিত করার জন্য এবং উহাতে স্বাস্থ্যসম্মত বা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও অবস্থা বজায় রাখার জন্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে;

(খ) উহার নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রস্তুত করিবে;

এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দিক নির্দেশনা অনুসরণে তৎকর্তৃক প্রনীতি নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

২০২৩ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলের ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ১০ বছরের কাউন্সিল কর্তৃক সম্পাদিত/অনুমোদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক. কাউন্সিলের নিজস্ব কার্যবিধি প্রণয়ন;

খ. পরিদর্শন গাইডলাইন যথা কেমিক্যাল সেইফটি, মেশিনারী সেইফটি, অ্যাকসিডেন্ট প্রিভেনশন, কন্সট্রাকশন সেইফটি, আর্গোনমিক্স অনুমোদন;

গ. কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা, এস ও পি এবং পরিদর্শন চেকলিস্ট অনুমোদন;

৫. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন:

৫.১. পরিদর্শন ব্যবস্থা:

২০১৩ সালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের পরিদর্শকগণও শ্রম আইন আইন, ২০০৬ মোতাবেক কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। কারখানা পর্যায়ে সেইফটি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক পরিদর্শন কার্যক্রম তিনটি আলাদা চেকলিস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কর্তৃক সম্পাদন করা হতো। দোকান/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পরিদর্শনের জন্য দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক কর্তৃক আলাদা

চেকলিস্ট ব্যবহার করা হতো। শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন না হওয়ায় শ্রমআইনের বিভিন্ন বিষয় যেমন সেইফটি কমিটি গঠন চেকলিস্ট পূরণের বিশেষ ম্যানুয়াল, Standard Operating Procedure (SOP), পরিদর্শন সম্পাদন বা পরিদর্শনের তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন ডিজিটাল প্লাটফর্ম বা অ্যাপ্লিকেশন ছিল না। মূলত পরিদর্শন ডাটা ম্যানুয়ালি সংরক্ষণ করা হতো।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বর্তমানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (যা পূর্ববর্তী প্রায় ২৫টি শ্রম সম্পর্কিত আইন/বিধি/অর্ডিন্যান্সের আলোকে প্রণীত) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

পরিদর্শনের জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানের এলাকাভিত্তিক ঘনত্ব, বিভিন্ন সেক্টরের ঝুঁকির ধরন প্রভৃতি বিবেচনা করে বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং সে মোতাবেক পরিদর্শন কার্যক্রম দেশব্যাপি চলমান রয়েছে।

পরিদর্শন টুলস হিসাবে কারখানা পরিদর্শনের জন্য ১২৫ টি প্রশ্নের চেকলিস্ট, আর এম জি কারখানা পরিদর্শনের জন্য ১০০ টি প্রশ্নের চেকলিস্ট, এসএমই কারখানা পরিদর্শনের জন্য ৫০ টি প্রশ্নের, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য ৫০ টি প্রশ্নের, দোকান/সুপারশপ পরিদর্শনের জন্য ২৫ টি প্রশ্নের এবং শিপব্রেকিং ইয়ার্ড পরিদর্শনের জন্য ৫০ টি প্রশ্নের চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়। চেকলিস্ট পূরণ এবং মূল্যায়নের জন্য ম্যানুয়াল রয়েছে।

বর্তমানে পরিদর্শনের সম্পূর্ণ কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদনের জন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিদর্শন সিডিউল তৈরী, চেকলিস্ট পূরণ, সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (CAP) প্রণয়ন ও নোটিশ আকারে কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ, মামলা দায়ের প্রভৃতি কার্যক্রম এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। ডেনমার্ক সরকার Strategic Sector Cooperation program (SSC) এর মাধ্যমে কাররখানা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে OSH (Occupational Safety and Health) Inspection-আরও কার্যকর ফলপ্রসূ করার জন্য ০৫ টি পরিদর্শন গাইডলাইন যথা কেমিক্যাল সেইফটি, মেশিনারী সেইফটি, অ্যাকসিডেন্ট প্রিভেনশন, কন্সট্রাকশন সেইফটি, আর্গোনমিক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত গাইডলাইনের উপড় ডাইফির ৩৮ জন পরিদর্শককে মাস্টার ট্রিইনার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

পরিদর্শন কার্যক্রমকে একই মানদন্ডে আনায়ন ও পদ্ধতিগত করার জন্য সাধারণ পরিদর্শন, দুর্ঘটনার তদন্ত, পেশাগত ব্যাধির তদন্ত এবং অভিযোগ নিস্পত্তি ও তদন্তের জন্য পৃথক পৃথক পাঁচটি Standard Operating Procedure (SOP) (1. SOP for Labour Inspection 2. SOP for Accident Investigation 3. SOP for Occupational Diseases Investigation 4. SOP for Complaints Managements 5. SOP for License) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তদানুসারে পরিদর্শন/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা চলমান রয়েছে।

পরিদর্শন টুলস/সহায়ক:

বছর	পরিদর্শন টুলস/সহায়ক	মন্তব্য
০১	০২	০৩
২০১৩	৪ টি পরিদর্শন চেকলিস্ট	
২০২৩	বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনা	
	০৬ টি পরিদর্শন চেকলিস্ট	
	০৫ টি পরিদর্শন এস ও পি	
	০৫ টি পরিদর্শন গাইডলাইন	
	চেকলিস্ট পূরণের ম্যানুয়াল	
	পরিদর্শনের স্বয়ংক্রিয় অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)	

৫.৩ পরিদর্শকগণের জন্য OSH সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা (২০১৩-২০২৩):

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শ অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণের জন্য আই এল ও এবং ডেনমার্ক ও জার্মান সরকারের সহায়তায়/অর্থায়নে ডাইফের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন মেয়াদে নিম্নোক্ত OSH সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/ডিগ্রির নাম	সম্পন্নকারী পরিদর্শকের সংখ্যা	সহায়তায়/অর্থায়নে	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০১	Master's in occupational Safety and Health following distance learning	০৩	আই এল ও	

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/ডিগ্রির নাম	সম্পন্নকারী পরিদর্শকের সংখ্যা	সহায়তায়/অর্থায়নে	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০২	Master's in Analysis and Design of Social Protection System	০১		
০৩	Master's in Risk and Safety management'	০৪	ডেনমার্ক সরকার	আরও ৫ জন পরিদর্শকের উক্ত ডিগ্রি অর্জনে ডেনমার্কে অধ্যয়নরত।
০৪	Occupational Safety and Health (OSH) course (Diploma)	৩১	ডেনমার্ক সরকার	মোট তিন ব্যাচে প্রশিক্ষণ হয়েছে। ০২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ ডেনমার্কে ও ০১টি ব্যাচের অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে
০৫	Distance learning course on occupational safety and health	১৩	আই এল ও	
০৬	Safety Expert training	৫৪	ডেনমার্ক সরকার	
০৭	Basic OSH & Labour Inspection (Through Foundation Training)	৩৫৯	আই এল ও	
০৮	Capacity Building for Occupational Safety & Health (অনলাইন)	২১	Korea International Cooperation Agency (KOICA)	
	মোট	৪৮৬		

৬. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে গৃহীত ডিজিটাইজেশন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

২০১৩ সালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে কোন ডিজিটাল সেবা বা ডিজিটাল সিস্টেম বা অনলাইন সেবা ব্যবস্থা ছিল না।

২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ডিজিটাইজেশন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

অত্র অধিদপ্তর ২০১৮ সাল হতে পরিদর্শন কার্যক্রম, অভিযোগ নিষ্পত্তি, দুর্ঘটনার রিপোর্টিং, লাইসেন্সিং প্রভৃতি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করার জন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপস (LIMA) ব্যবহার করে

আসছে। তবে ২০২৩ সালে লিমা ব্যবহার শতভাগ করা হয়েছে। লিমা অ্যাপসের গুরূত্বপূর্ণ মডিউল হল:

- এল আই (LI) মিডিউল: পরিদর্শন পরিকল্পনা, চেকলিস্ট পূরণ, নোটিশ প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- OSH মডিউল: পেশাগত দুর্ঘটনা/ব্যাধির নোটিশ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়;
- এফডি (FD) মডিউল: কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের/নবায়নের আবেদন দাখিল এবং ডাটাবেজ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়;
- এমআইএস (MIS) মডিউল: অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

- LIMA এর সাথে ই-নথি এবং লাইসেন্স ফি প্রদানের জন্য ওয়ান পে-এর সংযোগ করা হয়েছে।
- দ্রুত গতিতে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য One Click Reporting System এপ্রিল, ২০২১ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সকল অনলাইন সেবার লিংক এক প্লাটফর্মে প্রদর্শনের লক্ষ্যে ডাইফ এক সেবা মোবাইল এপ্লিকেশন জুন, ২০২১ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে।
- চাহিদা পত্র প্রদানের জন্য Inventory and Requisition System এপ্রিল, ২০২১ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) সংক্রান্ত এসেসমেন্ট-এর জন্য DIFE OSH e-tools নামক ওয়েভ ভিত্তিক এপ্লিকেশন ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের রিস্ক এসেসমেন্ট করা যাচ্ছে। এছাড়াও বিবেচ্য সময়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:
- অধিদপ্তরের জন্য Personal Information Management System (PIMS) তৈরী করা হচ্ছে;
- শ্রম আদালতসহ বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিদ্যমান মামলার ডাটাবেজ তৈরী ও তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে;
- জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ১০০০টি কারখানার শ্রমিকের ডাটাবেজ তৈরী সম্পন্ন করা হবে;
- ৩ লক্ষ শ্রমিকের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরীর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. কারখানার সংস্কার কার্যক্রম: (২০১৩-২০২৩)

- ২০১২ সালে তাজরিন ফ্যাশন লি: এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর মার্চ, ২০১৩ সালে আরএমজি সেক্টরের অগ্নি নিরাপত্তার উপর জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action, NTPA) গ্রহণ করা হয়।
- ২০১৩ সালে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর পূর্বের জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action, NTPA) সংশোধন করে অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত নিরাপত্তার উপর জাতীয় NTPA বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি (NTC) গঠন করা হয়।

- NTPA এর অধীনে ৩৭৮০ টি আরএমজি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট (অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত) করা হয়।
- জাতীয় উদ্যোগে ১৫৪৯টি, অ্যাকর্ডের অধীনে ১৫০৫টি এবং অ্যালায়েন্সের অধীনে ৮৯০টি আরএমজি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট (অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত) করা হয়। (১৬৪টি কারখানা অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের ক্ষেত্রে কমন)
- জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটির (NTC) ১১ তম সভায় জাতীয় উদ্যোগের (ঘও) আওতায় অ্যাসেসমেন্টকৃত কারখানার সংস্কার কাজের তদারকি করার জন্য ২০১৭ সালে Remediation Coordination Cell (RCC) গঠন করা হয়। পাশাপাশি জঈঈ এর একটি স্ট্র্যাটেজিও প্রস্তুত করা হয়।
- আরসিসিতে ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের (GoB) অধীনে ৬০ জন প্রকৌশলী এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) অর্থায়নে ৩৪ জন প্রকৌশলী কর্মরত ছিল। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২ এ শেষ হয়।
- উক্ত সেল ১৯১৭টি কারখানায় ৭৮২২ বার পরিদর্শন করা হয়েছে।
- সংস্কার কার্যক্রমের অধীন কারখানার নক্সা এবং ডিজাইন পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদনের জন্য মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে এবং বুয়েটের শিক্ষকগণের সমন্বয়ে তিনটি টাস্কফোর্স (ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল ও স্ট্রাকচারাল) চলমান রয়েছে।
- Remediation Coordination Cell এর পরামর্শে এবং Escalation protocol অনুযায়ী এ পর্যন্ত ৯৪টি কারখানার Utility Declaration (UD) বন্ধের জন্য মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বিজিএমইএ ও বিকেএমইকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- Remediation Coordination Cell এর পরামর্শে এবং Escalation Protocol অনুযায়ী এ পর্যন্ত কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধের জন্য ২৯৪ টি কারখানাকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬১ মোতাবেক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- সংস্কার কাজে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে REMEDIATION TRACKING MODULE (RTM) গঠন করা হয়েছে। RTM এর মাধ্যমে সংস্কার কাজের অগ্রগতি Publicly Accessible করা হয়েছে।
- আর সি সি প্রজেক্টের মেয়াদ শেষ হওয়ায় কারখানার সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ২০২২ সালে Industrial Safety Unit (ISU) গঠন করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক চাহিদায় (EU-NPA I ILO-Roadmap) এবং কর্মক্ষেত্রের ইলেকট্রিক্যাল, স্ট্রাকচারাল এবং ফায়ার সেইফটি নিশ্চিতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এ ১৪ জন প্রকৌশলীর (৭ জন পরিদর্শক-সেইফটি, ৭ জন প্রকৌশলী-ILO সহায়তায় নিয়োগকৃত) সমন্বয়ে Industrial Safety Unit (ISU) গঠন করা হয়েছে।

৮. কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ: (২০১৩-২০২৩)

২০১৩ সালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের কর্মকান্ড সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য কোন সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ ছিল না।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সময়াবদ্ধ ও লক্ষ্যভিত্তিক সম্পাদনের লক্ষ্যে বিবেচ্য সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ নিম্নরূপ:

৮. ১. ২০১৫ সাল হতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বার্ষিক পরিদর্শন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু করে; পাশাপাশি ২০১৪-২০১৬ মেয়াদে পরিদর্শন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি রোডম্যাপ ছিল।

৮.২. National Plan of Action on Occupational Safety and Health ২০২১-২০৩০;

(ক) সময়কাল: ২০২১-২০৩০ পর্যন্ত।

(খ) উদ্দেশ্য:

(i) DIFE এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের গুণগত উন্নয়ন এবং এ ধরণের কর্মকান্ডের জাতীয় মানদন্ড প্রস্তুত;

(ii) পেশাগত দুর্ঘটনা, জখম এবং রোগের কার্যকরী রিপোর্টিং ব্যবস্থা তৈরি করা;

(iii) সকল সেক্টরে পেশাগত দুর্ঘটনার হার কমানো;

(iv) অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বৃদ্ধি করা;

(v) OSH-এর উপর প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে ভালো Knowledge Base তৈরি করা;

(vi) কর্মক্ষেত্রে OSH ব্যবস্থার উন্নয়নে নিয়োগকর্তা এবং কর্মীদের অধিকতর সম্পৃক্ততার উপর গুরুত্বারোপ;

(গ) কার্যক্রমসমূহ: ১০ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(i) দেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির জাতীয় সিস্টেমকে শক্তিশালী কল্পে কার্যক্রম যেমন OSH বিষয়ক আইন, নীতিমালা পর্যালোচনা, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (NOSHTRI) প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

(ii) কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে OSH পরিদর্শন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে কার্যক্রম যেমন পরিদর্শন টুলস এর উন্নয়ন, ডাইফে আই এস ইউ (Industrial Safety Unit) স্থাপন ও কার্যকর, OSH ক্যাম্পেইন আয়োজন, OSH তদন্ত ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি;

(iii) OSH সংস্কৃতি প্রচার;

(iv) মালিক ও শ্রমিক কর্তৃক OSH কর্মকান্ডে প্রচার;

(v) পেশাগত দুর্ঘটনা, জখম এবং ব্যাধি সম্পর্কিত রিপোর্টিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন পেশাগত ব্যাধির তালিকা রিভিউ, OSH সম্পর্কিত রিপোর্টিং বিষয়ক ক্যাম্পেইন আয়োজন প্রভৃতি;

(vi) OSH সম্পর্কিত গবেষণা শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (NOSHTRI) বা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে OSH গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসার কারিকুলামে OSH বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ ও শিক্ষাদান প্রভৃতি ।

৮.৩ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ১০ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০)

(ক) সময়কাল: ২০২১-২০৩০

(খ) উদ্দেশ্য:

(i) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দপ্তরের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;

(ii) দপ্তরের বিভিন্ন কাজে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে প্রাপ্ত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(iii) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব নিরুপনে গবেষণা সম্পাদন।

৯. কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তায় বিশেষ কার্যক্রম:

- শিল্প কলকারখানায় দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুশাসন-এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)" ইতোমধ্যে দেশব্যাপি ১০৮ টি সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন টিম গঠন, গঠিত টিমের জন্য বিভিন্ন ভেন্যুতে ১১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন, পরিদর্শন সফটওয়্যার ডেভেলপ, পরিদর্শন কাজে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানসহ ১০৮ টি টিমেই DIFE-পরিদর্শকগণ সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করছে। সম্পাদিত কর্মকান্ড নিঃসন্দেহে এ অধিদপ্তরের পেশাদারিত্ব, স্বল্প রিসোর্সের সর্বোত্তম ব্যবহারের সক্ষমতা এবং পরিদর্শন কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১ম পর্যায়ে ১০৮টি টিম কর্তৃক দেশব্যাপী ৫,২০৬টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ২য় পর্যায়ে ঢাকা শহরের ১০৭২টি বহুতল বাণিজ্যিক ভবন (মার্কেট ভবন) ও ৫,০০০ কারখানা পরিদর্শনের কাজ চলমান রয়েছে।

৯. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প (রাজস্ব খাত) (২০১৩-২০২৩):

৯.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে আধুনিকায়ন ও ০৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প:

উদ্দেশ্য: ৯টি জেলায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন স্থাপন ও অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কার্যক্রম:

- ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে গৃহীত এ প্রকল্পের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৯ টি জেলায় উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন স্থাপন করা হয়।
- এ প্রকল্পের অধীন শ্রমিকপক্ষ, মালিকপক্ষ ও অত্র দপ্তরের পরিদর্শকদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি ও শ্রম আইন বিষয়ক ৭২ টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৯.২ রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টেড একশন প্ল্যান) বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্প:

উদ্দেশ্য: কারখানার অ্যাসেসমেন্ট পরবর্তী সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানার সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (Corrective Action Plan-CAP) বাস্তবায়ন

কার্যক্রম:

- ২০১৮ সালে আরসিসি সেলে ন্যাস্ত কারখানার সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (CAP) বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৬০ জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়।

৯.৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে আধুনিকায়ন ও ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প:

উদ্দেশ্য:

- ১২টি জেলায় নতুন উপমহাপরিদর্শক অফিস নির্মাণ;
- ৬টি জেলায় উপমহাপরিদর্শক অফিস উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ;
- শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী, মালিক- শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং সেফটি কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশের জন্য যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়;

- শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা;
- পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা।

৯.৪ নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন শীর্ষক প্রকল্প:

উদ্দেশ্য:

- নির্বাচিত কারখানাসমূহের অগ্নি, বৈদ্যুতিক, কাঠামোগত এবং রাসায়নিক ঝুঁকি নিরূপন;
- সংশ্লিষ্ট মালিকদের অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ।

কার্যক্রম:

- এ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে গড়ে উঠা ৬৫৬টি রেডিমেড গার্মেন্টস, ২৯৮ টি প্লাস্টিক ও ১৪৭ টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১ হাজার ১০১ টি কারখানার স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল, ফায়ার এবং কেমিক্যাল ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়েছে, যা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্ত পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে।
- উল্লিখিত ঝুঁকি নিরূপণ সম্পন্ন হওয়া কারখানা কর্তৃপক্ষকে ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করা জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে ২০টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।
- প্রকল্পটির মেয়াদ জুন,২০২২ এ শেষ হয়।

৯.৫ Labour Information Management Sytem শীর্ষক প্রকল্প:

উদ্দেশ্য:

- সকল সেক্টরের শ্রমিকদের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- প্রাথমিকভাবে গারমেন্টস, চা, শিপ ব্রেকিং, ফার্মাসিউটিক্যাল ও টানারি শিল্পের ৩ লক্ষ শ্রমিকের ডাটাবেজ, ডিজিটালাইজড সার্ভিস বুক ও ইউনিক আইডি কার্ড প্রদান করা হবে।

১০. কোভিড-১৯ অতিমারীতে গৃহিত কার্যক্রমসমূহ:

- আইএলও এর সহযোগিতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত "কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য পঁচিশ হাজার কপি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, দপ্তর, পরিদপ্তর, এবং স্টেকহোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

- করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূহে ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) পোস্টার কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের ফটক, দর্শনীয় স্থান ও জনসমাগম হয়, এমন স্থানে টানানো হয়েছে। অধিকন্তু নতুন করে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) লিফলেট এবং ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) পোস্টার ৪টি শ্রমঘন জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রিভেন্টিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে গঠিত ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।
- করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে শ্রম পরিস্থিতিতে গঠিত ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কর্মকাণ্ড ও কর্ম-পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিল্প কারখানায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমেও শিল্প কারখানায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিতকরণে বিশেষ গুরত্বারোপ করা হয়েছে।
- ২৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষে কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে সচেতনতামূলক ৬০,০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকগণের সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় নিশ্চিত করার জন্য TCB -এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

নির্মাণাধীন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ভবন, ১৯৬ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

ওয়েবসাইট: www.dife.gov.bd

International Labour Organization

Canada

Kingdom of the Netherlands